ইউনিট- ৪

অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিখন

অধিবেশন- ১

পাঠদান অনুশীলন- ১ (TP1) পর্যালোচনা

লক্ষ্য

- পাঠদান অনুশীলন পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা জানা।
- আদর্শ শিক্ষক দক্ষতার ভিত্তিতে নিজস্ব উৎকর্ষতার বিভিন্ন ধাপের আত্মমূল্যায়ন করতে শেখা।
- পর্যবেক্ষিত ও অভিজ্ঞতালব্ধ সমস্যা ও সফলতাসমূহ পর্যালোচনার জন্য শিক্ষকমন্ডলী সহযোগে পোস্টবক্স কৌশলের প্রয়োগ করতে শেখা।

অধিবেশন- ২

নিজস্ব উৎকর্ষতার বিভিন্ন ধাপের আত্ম-মূল্যায়ন

লক্ষ্য

- আত্ম-মূল্যায়নের কৌশল জানা।
- লিকার্ট স্কেল প্রস্তুত করা।
- আত্ম-মূল্যায়ন কাজে লিকার্ট স্কেল ব্যবহার করা।

অধিবেশন- ৩

প্রশিক্ষকের সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের বিবরণধর্মী ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

লক্ষ্য

- প্রশিক্ষণার্থীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিবরণধর্মী ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার কৌশল/উপায় রপ্ত করা।

অধিবেশন- ৪

পেশাগত মনোভাব

লক্ষ্য

- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক শিক্ষকতা পেশার পেশাগত মনোভাব সম্পর্কে জানা।

ইউনিট- ৪ **অধিবেশন- ১**

পাঠদান অনুশীলন- ১ (TP1) পর্যালোচনা

ভূমিকা

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, আপনারা বিএড প্রোগ্রামের একটি সিমেস্টার শেষ করে প্রথম সিমেস্টারের অনুশীলনী পাঠদান চালিয়ে যাচ্ছেন।

শিক্ষণ-শিখন সম্বন্ধীয় তাত্ত্বিক ধারণা ও জ্ঞান লাভ করার জন্য মড্যুল ১ এর পাঠ্যবই পড়েছেন। স্কুল অব এডুকেশন প্রস্তুতকৃত রেডিও, টেলিভিশন পাঠ দেখে বিভিন্ন কোর্সের বর্ণিত ও আলোচিত জ্ঞানের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। একাকী ঘরে বসে কাজের ফাঁকে পড়তে হলেও আপনার নিকট ছিল অনান্য কিছু সুবিধা; যেমন–

- আপনার নিজস্ব কোন প্রকারের টেলিফোন সুবিধা থেকে থাকলে প্রয়োজনবোধে আপনার সহপাঠীর সঙ্গে কঠিন, দুর্বোধ্য অংশ নিয়ে টেলিফোনে আলোচনা করা সংক্রান্ত।
- সপ্তাহান্ড়ে টিউটোরিয়াল সেশনে গিয়ে টিউটর এবং সহপাঠীদের সঙ্গে আলাপের মাধ্যমে কিছু সমস্যার সমাধান করা সংক্রান্ড়।

আপনাকে অধিকাংশ সময় একাকী পাঠ্যবিষয় আয়ত্ত্ব করতে হচ্ছে বলে স্কুল অব এডুকেশন আপনার জন্য কিছু ভিন্নধর্মী মিথস্ক্রিয়ামূলক (Interactive) আলোচনার সুযোগ রেখেছে।

আপনি যে প্রথম পর্বের পাঠদান অনুশীলন (TP1) শেষ করে আসলেন সেখানে পর্যবেক্ষক নিশ্চয় মাঝে মাঝে গিয়ে আপনার অনুশীলনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ তৈরি করে প্রত্যেকের নিজের সবলতা-দুর্বলতাগুলো পর্যালোচনা করা প্রয়োজন তা আপনি ইতোমধ্যে উপলব্ধি করেছেন। বর্তমান ইউনিটে বিভিন্ন অধিবেশনে সেই কাজটি যাতে আপনি স্বমূল্যায়নের ভিত্তিতে সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন সে সম্পর্কিত কিছু তথ্য অধিবেশনগুলোতে উপস্থাপন করা হচ্ছে। মনোযোগ সহকারে একটি করে অধিবেশনের পাঠ পড়বেন, শেষ করে পরবর্তীটিতে অগ্রসর হবেন।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- পাঠদান অনুশীলন পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পাঠদান অনুশীলন পর্যালোচনার কৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী/পর্যবেক্ষকবৃন্দের মতামত সংগ্রহ কাজে পোস্ট বক্স পদ্ধতি প্রয়োগ বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ TP1 এর অভিজ্ঞতার বর্ণনা

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা

জনৈক প্রশিক্ষণার্থী সাকিবা ফোরদৌসী তাঁর শ্রেণিকক্ষ শিক্ষাদান বা পাঠদান অনুশীলনের প্রথম দিনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছেন, ''সকালে রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে স্কুলের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে আমি খুব নার্ভাস বোধ করলাম। মনে হচ্ছিল যদি ক্লাশে ঢুকে সব পড়া ভুলে যাই, যদি সময়মত শিক্ষোপকরণ ব্যবহারের কথা মনে না থাকে। যদি চার্ট দেয়ালে টানাবার সময় হাত থেকে পড়ে যায়। আর তাতে যদি সব শিক্ষার্থী কৌতুক করে হেসে ওঠে তবে আমি কি করব? আমি কি দৌড়ে বেরিয়ে আসব?
ক্লাশের ভিতরে ঢোকবার সময় ভয় হচ্ছিল আমার গলা দিয়ে যদি শব্দ বের না হয়? কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমার অসহায় অবস্থা কেটে গেল। আমি আমার পরিকল্পনামত সবকিছু করতে না পারলেও শিক্ষার্থীরা আমাকে গ্রহণ করল, যা আমার প্রথম দিনের, প্রথম ক্লাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাশা ছিল।
পরবর্তীতে আমি বুঝতে শিখলাম যে আমাকে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে, যে কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার মত ধৈর্য, খোলামন, সবই আমার মধ্যে আনতে হবে।

আসুন, আমরা প্রথমেই একজন প্রশিক্ষণার্থী - শিক্ষকের প্রথম দিনের পাঠদান অনুশীলন সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বা একটি হতাশাব্যঞ্জক চিত্র কল্পনা করি। আপনারা সকলেই নিজের পড়ার চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করুন এবং পাঁচ মিনিটের একটি শ্রেণিকক্ষ দৃশ্য কল্পনায় প্রস্তুত করুন। এরপর চোখ খুলে আপনার নোট খাতায় সেটি লিখে ফেলুন। তারপর পাশের বর্ণনাটির সঙ্গে তুলনা করুন। আপনার নিজের কল্পিত দৃশ্যের তুলনায় বর্ণিত দৃশ্যটি কি অধিক বিজ্ঞানসম্মত?

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, আপনাদের কি মনে হয় একজন পুরুষ ও একজন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর মানসিক অনুভূতির মধ্যে জেন্ডারভিত্তিক কিছু পার্থক্য আছে? আপনার ডায়রীতে এ সম্পর্কে কিছু লিখুন।

পর্ব- ক শেষে আসুন আমরা খ পর্বে প্রবেশ করি।

পর্ব- খঃ পাঠদান অনুশীলন পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা

নিচের অংশটুকু মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে আপনারা সকলেই একমত হবেন যে প্রথম সিমেস্টার সময়ের মধ্যে যে পাঠদান অনুশীলন আপনারা শেষ করেছেন তার সার্বক্ষণিক বিশে- ষণধর্মী পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এ কারণে আপনাদের এই পাঠদান অনুশীলনী দুই প্রকারের মূল্যায়ন সংযোজিত আছে। একটি গাঠনিক অন্যটি চূড়ান্ত। একটি সিমেস্টারে মোট দুইটি গাঠনিক ও শেষেরটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন।

শিক্ষণ বা পাঠদান বা Teaching একটি দ্বিমুখী ব্যবহারিক প্রক্রিয়া। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সামগ্রিক কার্যাবলীকে পাঠদান না বলে আধুনিক ধারণা অনুসারে আমরা বলে থাকি পঠন-পাঠন। আপনারা জানেন শ্রেণির প্রতিটি বিষয়ের জন্য একটি করে নির্দিষ্ট পাঠ্য বই শিক্ষার্থীর কাছে থাকে। একটি আনন্দঘন অথচ গ্রহণযোগ্য শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ বজায় রেখে এই বই এর জ্ঞানমূলক তথ্যগুলোকে শিক্ষার্থীদের মনের গভীরে পৌঁছে দেন বা দেয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন বিষয় শিক্ষক। এ কাজের জন্য আগে থেকেই বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যবস্তুর কাঠিন্য ও চাহিদা অনুসারে প্রতিদিনের প্রতি পিরিয়ডের শ্রেণিকক্ষ কৌশল নির্ধারণ করেন শিক্ষক।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার দক্ষতা ভিত্তিক কার্যক্রম অবশ্যই একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার প্রাথমিক অবস্থার চেয়ে অনেক উন্নত ও অনেক বাস্ড়বধর্মী।

একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক বিষয় সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান রাখলেও শ্রেণিতে ৫০/৬০ জন শিক্ষার্থীর সামনে প্রতিদিনের পাঠ্য বিষয়বস্তু কিভাবে উপস্থাপন করবেন, কিভাবে ৪৫ মিনিটের অধিবেশন পরিচালনা করবেন সেগুলো শেখার জন্য বা কৌশলসমূহ সার্থক ভাবে আয়ত্ত করার জন্য তাঁকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এবং কর্মরত বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান অনুশীলন করতে হয়। প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষক আধুনিক মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষা-বিজ্ঞানসম্মতভাবে শ্রেণিকক্ষ অধিবেশন পরিচালন করতে পারছেন কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা, মূল্যায়ন করা বা তার দুর্বল দিকগুলো যত দ্রুত সম্ভব শনাক্ত করার জন্য পাঠদান অনুশীলন পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

Ramsden এবং Dodds (১৯৮৯) বলেছেন, "Evaluation or analysis is concerned with the effects of our teaching on our students, learning and the ways we can change teaching so that it best brings about the sort of learning we value" অর্থাৎ পাঠদান অনুশীলন পর্যালোচনা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শিখনের উপর শিক্ষণের প্রভাব লক্ষ্য করা যাতে করে যে প্রকারের শিখনকে আমরা গুরুত্ব প্রদান করি তা যেন পরবর্তীতে শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

পাঠদান অনুশীলন পর্যালোচনার মাধ্যমে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা সম্ভব-

- প্রশিক্ষণার্থীর বিভিন্ন শিক্ষণ দক্ষতা শিখনে বলবৃদ্ধিকরণ করা এবং তার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- শিক্ষক হিসেবে নিজের পেশাগত দক্ষতা উন্নততর করা।
- শিক্ষণ-শিখনের গুণগত মান নিশ্চিত করা ও একই সাথে উন্নততর করা।

এ সমস্ত কাজের জন্যেই একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক আত্মসমালোচনা, সতীর্থদের মতামত, বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণভিত্তিক অভিমত এমনকি শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত খোলামেলা মতামত পর্যালোচনাপূর্বক নিজের শিক্ষণ কৌশল উন্নত ও অধিকতর কার্যকর করতে পারেন।

পর্ব- খ তে এ পর্যন্ত যা বলা হলো আপনি কি তার সাথে একমত/ভিন্নমত পোষণ করেন?

আপনার উত্তরটি বাড়ীর কাজের খাতায় লিখুন। ইউনিটের সবগুলো অধিবেশন শেষে আপনার লিখিত উত্তরগুলো একাধারে পড়ে বুঝতে চেষ্টা করবেন সমগ্র অধিবেশন পাঠ করার পর আপনার স্বমূল্যায়ন পরিবর্তিত হল না পূর্বের ন্যায় রয়ে গেছে।

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণির বিষয়ের পাঠ শেষে শিক্ষকবৃন্দ কি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন? পরের ছবিটির একটি বর্ণনা তৈরি করুন। এইটি কি ধরনের আলোচনা: একমুখী না বহুমুখী?

বর্ণনা

পর্ব- গঃ পর্যালোচনার কৌশলসমূহ

আদর্শ শিক্ষক যোগ্যতা তালিকা (বা শ্রেণি শিক্ষণের কৌশল)

আসুন, আমরা এবার একসাথে মিলে একজন আদর্শ শ্রেণিকক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করার জন্য আলোচনা শুরু করি।

একজন শ্রেণিকক্ষ শিক্ষককে কিছু আচরণিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হয় বা ধারণ করতে হয় যার মাধ্যমে তিনি সার্থকভাবে শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজনীয় কর্মসমূহ সম্পাদন করতে পারেন। যে সমস্ত কৌশল, Skill ও আচরণ সার্থকভাবে আয়ত্ত এবং পরবর্তীতে প্রয়োগ করতে পারলে শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া সফল হবে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা অনেক দীর্ঘ।

শিক্ষণ বা পাঠদান একটি ব্যবহারিক প্রক্রিয়া। বলা চলে, শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণের মাধ্যমে বই এর লিখিত জ্ঞানমূলক তথ্যগুলোকে শিক্ষার্থীদের মনের গভীরে পৌঁছে দেয়ার একটি আংশিক ও কার্যকর প্রক্রিয়া। অর্থাৎ শিক্ষণ-শিখন হল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ আহবানের সাহায্যে বলা, বর্ণনা করা, ব্যাখ্যা করা এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষা সঞ্চালন প্রক্রিয়াটি ফলপ্রসূ করা। তালিকা ৪-১ এ এরকম কিছু কৌশলের কথা উল্লেখ করা হল। এ সমস্ত কৌশলগুলো একজন শিক্ষক সার্থকভাবে আয়ত্ত্ব করতে পারলে তিনি একজন "আদর্শ শিক্ষক" হিসেবে দায়িত্ব পালনের উপযোগী হবেন।

তালিকা ৪- ১ এ কয়েকটি সম্ভাব্য কৌশল তুলে ধরা হচ্ছে–

তালিকা ৪-১: পাঠ সঞ্চালনের কৌশলসমূহ

কৌশলসমূহের বিভিন্ন পর্যায়	শ্রেণি শিক্ষণ কৌশলের বর্ণনা				
প্রাথমিক	পাঠ ঘোষণা	সমগ্র পাঠকে একাধিক অংশে বিভক্তকরণ	চক বোর্ডের ব্যবহার	শিক্ষার্থীবৃন্দকে অংশগ্রহণমূলক শিখনে উদ্বুদ্ধ করা	প্রশ্ন করার কৌশল
মাধ্যমিক	উপকরণের ব্যবহার	শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দান	কণ্ঠস্বরের ওঠানামা বা নিয়ন্ত্রণ	শ্রেণীকক্ষে চলাফেরা মার্জিতকরণ	পাঠ সমাপ্ত করার কৌশল
চূড়ান্ড়	শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের দক্ষতা	ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করার ক্ষমতা	নির্দেশনা দানের দক্ষতা	যথার্থ উত্তরদাতাকে উৎসাহ প্রদানের দক্ষতা	শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের দক্ষতা, জিজ্ঞাসা করা এবং অভিযোজিত প্রশ্ন করার দক্ষতা, বাড়ির কাজ প্রদানের কৌশল

প্রাথমিক পর্যায়ের কৌশলসমূহ সম্বন্ধে বর্ণনা নিম্নরূপ–

১. পাঠ ঘোষণা

একজন প্রশিক্ষণার্থী- শিক্ষককে শুরুতে প্রাথমিক পর্যায়ের পাঁচটি কৌশল আয়ত্ত্ব করতে হয়। যেমন- শ্রেণিকক্ষে ঢুকে তিনি প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে দ্বি-পাক্ষিক অংশগ্রহণের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন। এর ফলে শিক্ষার্থীবৃন্দের সাথে শিক্ষকের একটি শ্রদ্ধামিশ্রিত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। এরপর শিক্ষক পূর্ব পাঠের সংক্ষিপ্ত সারাংশ গ্রহণপূর্বক চলতি পাঠ ঘোষণা করেন।

শিক্ষক এই পাঠ ঘোষণা এমনভাবে করবেন যেন তিনি সকল শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন।

এরপর যে কৌশলটিসমূহের ব্যবহার প্রয়োজন তা হল-

২. সমগ্র পাঠকে একাধিক অংশে বিভক্তকরণ

এইটি অবশ্য প্রশিক্ষণার্থী- শিক্ষক পাঠপরিকল্পনা তৈরির করার সময়ই করে থাকেন। শ্রেণিকক্ষে তিনি সে অনুযায়ী সময়ের প্রতি লক্ষ রেখে প্রতিটি অংশ উপস্থাপন করবেন।

৩. চক বোর্ডের ব্যবহার

উলি- খিত কৌশল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা আমাদের দেশের সব শিক্ষকের রয়েছে। তবুও বলা চলে প্রশিক্ষণার্থী প্রাথমিক পর্যায়ে জানেন না চক বোর্ডের সুষ্ঠু ব্যবহার কি; যেমন বোর্ডের সামনে

দাঁড়াতে হয় না, একপাশে দাঁড়াতে হয় এবং একমনে চুপচাপ লেখা চলবেনা, কথা বলতে বলতে প্রতিবারে স্বল্প সময় ধরে লিখতে হবে।

৪. শিক্ষার্থীবৃন্দকে অংশগ্রহণমূলক শিখনে উদ্বুদ্ধ করা

বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেহেতু শিক্ষক-শিক্ষার্থী হার সন্তোষজনক নয় সুতরাং শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হয় যেন বুদ্ধিমান, স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন এবং অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান সকল শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে, মনোযোগ সহকারে নতুন ধারণা বা জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে। এসব কারণে শিক্ষককে সচেষ্ট থাকতে হয় যেন- সব শিক্ষার্থী শ্রেণির শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে স্বপ্রণোদিতভাবে অংশগ্রহণ করে।

> বলুনতো, এই যে বলা হল সকল বুদ্ধিমত্তার শিক্ষার্থীকে পাঠে আগ্রহান্বিত করতে হবে- একে কি বলা হয়? একে বলা হয় Inclusive Education.

৫. প্রশ্ন করার কৌশল

প্রশ্ন করার কৌশল সম্বন্ধে পরবর্তী একটি ইউনিটে বিস্তারিত আলোচনা থাকছে। প্রশ্ন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়পক্ষই প্রয়োজন অনুযায়ী করতে হবে। শিক্ষক প্রশ্ন করবেন শিক্ষার্থী নতুন জানা জ্ঞান তার পূর্বে অর্জিত জ্ঞানের সাথে কতটুকু সম্পৃক্ত করতে পারল তা বুঝতে পারার জন্য। শিক্ষার্থীবৃন্দ যখন উপস্থাপিত বিষয়বস্তু অনুধাবনে সচেষ্ট থাকবে বা ব্যর্থ হবে উভয়ক্ষেত্রেই শিক্ষককে প্রশ্ন করবে।

তালিকা ৪- ১ এর দ্বিতীয় সারিতে যে সমস্ত কৌশলের উল্লেখ রযেছে তা প্রথম সারির কৌশলসমূহের চেয়ে উঁচুস্তরের হওয়ায় আপনি প্রশিক্ষণার্থী - শিক্ষক হিসেবে পাঠদান অনুশীলন পর্ব শুরু করার বেশ কিছুদিন পর আয়ত্ত্ব করতে সচেষ্ট হবেন। এ পর্যায়েও পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলের উল্লেখ রয়েছে। শেষ সারিতে আরো পাঁচটি কৌশলের উল্লেখ রয়েছে যেগুলো আপনি সময়ের সাথে ক্রমান্বয়ে আয়ত্ত্ব করার চেষ্টা করেন।

আপনার নিজস্ব পাঠদান অনুশীলন পর্বে আপনি যে সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করেছেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

পর্ব- ঘঃ পাঠদান অনুশীলন পর্যালোচনা কাজে পোস্টবক্স কৌশলের প্রয়োগ

পোস্ট বক্স কৌশলটি আপনারা পরবর্তী টিউটোরিয়াল সেশনে টিউটর এবং সহকর্মীদের সাথে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য একসাথে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

আমরা যেমন ডাক বাক্সে চিঠি ফেলি আর সে চিঠি পৌঁছে যায় প্রেরকের কাছে, তেমনি প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পক্ষে তার সদ্য সমাপ্ত শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের উপর মন্তব্য প্রদান করা সম্ভব পোস্ট বক্স কৌশলের মাধ্যমে।

দুই প্রকারে শ্রেণিকক্ষে এর প্রয়োগ সম্ভবঃ

- **পর্যবেক্ষকগণ প্রদত্ত মতামত**
  প্রতিদিনের পর্যবেক্ষণকালে যে কয়টি কৌশল এর প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ করা হবে তা পোস্ট বক্সগুলোর উপর লাগানো থাকবে। পর্যবেক্ষক প্রতিটি প্রয়োগকৃত কৌশল এর সীমাবদ্ধতা বা সাফল্য সম্পর্কে মন্তব্য লিখে সংশ্লিষ্ট বক্সগুলোতে ফেলবেন। প্রশিক্ষণার্থী সবগুলো মন্তব্য মনোযোগ সহকারে পড়ে তার সারাংশ তাঁর ডায়রীতে নির্দিষ্ট কৌশল অংশে লিখে রাখবেন। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণার্থী যখন একই কৌশল প্রয়োগ করবেন তখন পর্যবেক্ষকের মন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কৌশলের উন্নততর বা পরিবর্তিত রূপ প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন।

- **সতীর্থ প্রশিক্ষণার্থী প্রদত্ত মন্তব্য**

  একই বিদ্যালয়ে যদি দুইজন প্রশিক্ষণার্থী অনুশীলনী পাঠদান কাজে নিয়োজিত থাকেন তবে একে অপরের পাঠদান সংক্রান্ত বিষয়ে একই প্রক্রিয়ায় মতামত প্রদান করতে পারেন।

  মনে রাখবেন, পোস্টবক্স কৌশলের বাইরে রয়েছে প্রশিক্ষণার্থীর ডায়রীতে লিখিত আত্মসমালোচনামূলক অংশ।

এ সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য ইউনিট- ৮ এর অধিবেশন- ৫ এ থাকছে।

পাঠদান অনুশীলন পর্যালোচনার বিবিধ কার্যকর কৌশল রয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলোই আমাদের দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় কার্যকর করা সম্ভব নয়। যেগুলো প্রয়োগযোগ্য তার একটি বর্ণনা নিম্নরূপ:

শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি প্রস্তাবিত কৌশলঃ

- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক TP1 সময়কালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এক টুকরো কাগজ দেবেন এবং এতে তার একটি প্রশ্ন বা মন্তব্য লিখতে বলবেন। ক্লাশ শেষে প্রশিক্ষণার্থী সবারগুলো সংগ্রহ করে ঘরে নিয়ে পড়ে দেখবেন। নিজের ডায়রীতে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মন্তব্য তুলে নেবেন। একে বলা হয়, "Minute Paper" "Concept Map"। এরকম আর একটি কৌশল হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের দিনের আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুগুলো একটি কাগজে লিখে ক্লাশ শেষে প্রশিক্ষণার্থীর নিকট ফেরত দিতে বলা। সবার লেখা পড়ে প্রশিক্ষণার্থী বুঝতে পারেন শিক্ষার্থী সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় শনাক্ত করতে পেরেছে কিনা।

যেহেতু আমাদের দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা অত্যাধিক তাই পাঠদান অনুশীলন পর্যালোচনার জন্য শিক্ষার্থীর মতামতের চেয়ে পর্যবেক্ষকদের মতামত সংগ্রহ করাই শ্রেয়।

প্রাথমিক পর্যায়ের ৪টি কৌশল ব্যবহার করে কিছু কাজ করুন আপনারা নিজে বাড়িতে আপনারা প্রত্যেকে বাড়ি থেকে পৃথক কাগজে এই কৌশলগুলোর শিরোনাম লিখে পরবর্তী টিউটোরিয়াল অধিবেশনে নিয়ে যাবেন। শ্রেণিকক্ষে রাখা ৪টি নমুনা পোস্টবক্সের উপর লাগাবেন এবং আলোচনা কৌশলের মাধ্যমে পোস্টবক্স কৌশল ব্যবহার প্রক্রিয়া অনুশীলন করবেন।

এবার টিউটরের কাছ হতে একটি দলগত কাজ নিন।

পাঠ ঘোষণা, সমগ্র পাঠকে একাধিক অংশে বিভক্তকরণ, চক বোর্ডের ব্যবহার এবং শিক্ষার্থীকে শিখনে উদ্বুদ্ধ করা- TP1 চলাকালীন সময়ে পর্যবেক্ষক কিভাবে এই চারটি কৌশলের প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, এ সম্পর্কিত একটি বর্ণনা তৈরি করুন। কাজটি পরবর্তী টিউটোরিয়াল অধিবেশনে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন এবং সতীর্থদের সাথে আলোচনা করে আপনার প্রস্তুতকৃত কাজের গুণাগুণ বিচার করবেন।

অধিবেশনের মূল শিখনীয় বিষয়

শ্রেণিকক্ষ পঠন-পাঠন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে শেখা পাঠদান অনুশীলন এর মূল উদ্দেশ্য। বি এড প্রোগ্রামের প্রশিক্ষণার্থীকে শ্রেণিকক্ষ পাঠদানের কলাকৌশল ভালভাবে আয়ত্ত্ব করতে হলে নিজের কাজের স্বমূল্যায়ন যেমন করতে হবে ঠিক তেমনি বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষকদের মতামতকেও গুর"ত্ব সহকারে গ্রহণ করতে হবে।

প্রশিক্ষণার্থীকে জানতে হবে কি প্রক্রিয়ায় এবং কি ধরনের কৌশল অবলম্বন করে এই পর্যালোচনা কাজ করা হয়। মূলত পর্যবেক্ষকের মতামত গ্রহণ, সতীর্থ প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত গ্রহণ এবং স্বমূল্যায়ন কৌশল একাজে ব্যবহৃত হয়।

এ কাজের জন্য একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষককে বিভিন্ন পর্যায়ে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন কৌশলের অনুশীলন করতে হয়।

পাঠদান অনুশীলন পর্যালোচনা কাজে যেমন পর্যবেক্ষক প্রদত্ত মতামত মূল্যবান তেমনি মূল্যবান সতীর্থদের মতামত, শ্রেণির শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন এবং এই তালিকায় নিজের দৈনন্দিন ডায়রীটিও সংযুক্ত।

গুরুত্বপূর্ণ দিন, ঘটনা ইত্যাদির বর্ণনা ডায়রীতে লিখে রাখতে হবে। যাতে করে ঘটনাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক প্রশিক্ষণার্থী নিজে বের করতে পারেন।

ইউনিট- ৪ **অধিবেশন- ২**

নিজস্ব উৎকর্ষতার বিভিন্ন ধাপের আত্ম-মূল্যায়ন

ভূমিকা

একজন কর্মরত শিক্ষক তার শিক্ষকতার ভূমিকা কতখানি দক্ষতার সাথে পালন করেছেন তা জানা, বোঝা, বিভিন্ন স্ড়রের মূল্যায়ন ইত্যাদি দিকগুলো যেমন একজন পর্যবেক্ষক শনাক্ত করেন তেমনিভাবে বিএড প্রোগ্রামের প্রশিক্ষণার্থীকে নিজেকেও শনাক্ত করতে হয়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- পাঠ সঞ্চালনের কৌশলসমূহ অনুসরণপূর্বক নিজস্ব উৎকর্ষতার আত্ম-মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- লিকার্ট স্কেল প্রস্তুতকরাপূর্বক নিজস্ব উৎকর্ষতার আত্ম-মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- পাঠদান অনুশীলন পর্যালোচনার সমস্যা ও সম্ভাব্য সফলতা শনাক্ত করতে পারবেন।

পর্ব- কঃ প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করা

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, আপনাদের প্রথম অধিবেশনে কিছু কাজ করতে বলা হয়েছিল যেগুলো আপনাদের দ্বিতীয় টিউটোরিয়াল সেশনে কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার কথা; আশাকরি সকলেই সাথে করে নিয়ে যাবেন। প্রথম অধিবেশনে শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণের দক্ষতা সংক্রান্ত যে পাঠসঞ্চালনের কৌশলসমূহ প্রদান করা হয়েছে তার প্রতি নিশ্চয়ই মনোযোগ দিয়েছেন এবং সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে দেখেছেন এর মধ্যে বেশ কয়েকটিই আপনি মাঝে মধ্যে অনুশীলনী পাঠদান- ১ পর্বে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করেছেন।

যেমন ধরুন, পাঠ ঘোষণা–

এ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল প্রথম অধিবেশনে এবং আশা করছি আপনারা সবাই ইতোমধ্যে এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করেছেন। যদি আপনাকে টিউটোরিয়াল সেশনে টিউটর প্রশ্ন করেন– অনুশীলনী পাঠদান- ১ পর্বে আপনি প্রথম দিন ও শেষ দিন যেভাবে ''পাঠ ঘোষণা'' করেছেন তার মধ্যকার পার্থক্য লিখে বর্ণনা করুন।

আপনি কি লিখবেন?

দশটি বাক্যের মধ্যে আপনার শ্রেণির খাতায় বর্ণনাটি লিখুন।

পর্ব- খঃ আত্ম-মূল্যায়ন কাজে আদর্শ শিক্ষক যোগ্যতা তালিকার প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার

দূর শিক্ষক হিসেবে আমি এই পর্বে আত্মমূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে আপনার খোলামেলা মতামত আহবান করছি।

বলুন তো আত্ম-মূল্যায়ন কী?

কোন ব্যক্তি যখন নিজ উদ্যোগে সম্পাদিত কোন একটি কাজের সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করে পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করেন তখন তাকে আত্মমূল্যায়ন বলা হয়।

নিচের শূন্যস্থানে আপনার ধারণা সংক্ষিপ্ত আকারে লিখুন। প্রয়োজনবোধে বাম পার্শ্বের সম্ভাব্য উত্তরটির সাথে মিলিয়ে নিতে পারেন।

পর্ব- গঃ পর্যালোচনার দিকসমূহঃ সমস্যা ও সফলতা

হাতে-কলমে কাজ

যেহেতু আপনারা প্রথম মড্যিউল এর পর নির্ধারিত বিদ্যালয়ে পাঠদান অনুশীলন শুর“ করেছেন তাই এই অংশের বিষয়বস্তু মোটামুটি প্রয়োগমুখী হবে। আপনার ডায়রীতে লেখা প্রতি দিনকার বিষয়বস্তু ভিত্তিক মন্ড়ব্য এবং সমস্যাসমূহ নির্দিষ্ট পাতা খুলে পাঠ করুন। এরপর ভেবে দেখুন কি প্রক্রিয়ায় এই দুর্বলতাগুলো পর্যালোচনা করে ভবিষ্যতে পাঠটি সফলভাবে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবেন, কিছু ইঙ্গিত তৈরি করুন এবং বাড়ীর খাতায় লিখুন ।

এবার আমরা দেখি পর্যালোচক সাধারণতঃ কিভাবে কাজ করবেন?

পর্যালোচক (নিজেদের) পূর্বপ্রস্তুতকৃত মূল্যায়ন/পর্যালোচনা ছক সহকারে প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে পিছনের সারিতে বসেন এবং ক্লাশের পুরো সময় ধরে শিক্ষণ-শিখন সঞ্চালন প্রক্রিয়া মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেন। ছকের সংশ্লিষ্ট অংশ তিনি একই সাথে ক্রমান্বয়ে পূরণ করে যান। পর্যবেক্ষণ শেষে নিঃশব্দে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করেন।

অধিবেশন- ১ এর তালিকা ৪-১ অনুসারে পর্যবেক্ষক যদি প্রথম কয়েকটি ক্লাশে প্রাথমিক পর্যায়ের কৌশলসমূহের (প্রথম সারিতে যেগুলো উল্লেখ রয়েছে) প্রয়োগ ফলাফল পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে মনোযোগী হন তাহলে তিনি তা পূর্বেই প্রশিক্ষণার্থীকে অবহিত করে রাখবেন।

পর্যবেক্ষক যখন শ্রেণিকক্ষে পর্যবেক্ষণ কাজে বসবেন তখন তিনি এবং প্রশিক্ষণার্থী কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন তা এবার এক নজরে দেখা যায়:

সমস্যাসমূহ

- যেহেতু একজন অপরিচিত বয়স্ক ব্যক্তি পিছনের সারিতে বসে থাকছেন সেহেতু প্রথম কয়েকটি ক্লাশে শিক্ষার্থীবৃন্দ স্বভাবতই মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাঁর কার্যপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টি দেবে। এতে স্বাভাবিক শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।
- প্রশিক্ষণার্থীও প্রাথমিক পর্যায়ে অতি মাত্রায় সচেতন থাকবে। এতে করে তার স্বাভাবিক কার্যকলাপ প্রদর্শিত হবে না।
- পাঠ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে যদি পর্যবেক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে পূর্বালাপ না হয়ে থাকে তবে পর্যবেক্ষক পাঠদানের গতি সম্পর্কে হয়ত সঠিক ধারণা রাখতে সক্ষম হবেন না।

পর্যবেক্ষক কর্তৃক পাঠদান অনুশীলন পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে মূল্যায়নের মাধ্যমে যে সমস্ড় সফলতা চিহ্নিত করা সম্ভব তা নিম্নরূপঃ

আদর্শ অবস্থায় পর্যবেক্ষক তাঁর এলাকার সকল প্রশিক্ষকের সাথে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে একদিন সভায় মিলিত হবেন। কি নীতিমালার উপর ভিত্তি করে তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন, ছক পূরণ করছেন সে সম্বন্ধে প্রশিক্ষকদের অবহিত করবেন। এর ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের পরবর্তী অনুশীলনসমূহ উন্নততর হবে।

সফলতাসমূহ

- পর্যবেক্ষক তাঁর কাজে বস্তুনিষ্ঠ হলে সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।
- ৫/৭ পয়েন্টের স্কেল সহকারে কৌশল লেখা থাকলে পর্যবেক্ষকের পক্ষে মতামত দেয়া সহজ। যদিও উন্মুক্ত মতামত (Involved Questionnaire) লেখার সুযোগ থাকলে পরিস্থিতিসমূহের সঠিক বর্ণনা দেয়া সম্ভব হয়, কিন্তু এ ধরনের কাজের আত্ম-বিশে- ষণ করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।
- ক্লাশের শেষে পর্যবেক্ষক যদি শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের খোলামেলা মতামত সংগ্রহ করেন তাহলে তার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ অধিকতর ফলপ্রসূ হবে।

পর্ব- ঘঃ আত্ম-মূল্যায়ন কাজে ব্যবহারের জন্য লিকার্ট স্কেল প্রণয়ন

আপনি প্রথমে নিচের পাঠ্যাংশটি পড়ুন–

লিকার্ট স্কেল

রেনসিস লিকার্ট (Renses Likert) (১৯০৩-১৯৮১) যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও প্রাতিষ্ঠানিক মনোবিশেষজ্ঞ। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক গবেষণা ইনস্টিটিউটে কর্মরত থাকাকালীন ১৯৩২ সালে বিখ্যাত লিকার্ট স্কেল প্রণয়ন করেন; তখন এর নাম ছিল Psychometric response scale in questionnaire।

ছক- ২ এ পাঠদান অনুশীলন পর্ব এবং মাইক্রোটিচিং পর্বে ব্যবহারোপযোগী ৭ পয়েন্টের একটি নমুনা লিকার্ট স্কেল তুলে ধরা হল।

নমুনা হতে দেখা যাচ্ছে ছকটির বামপার্শ্বে ৭টি দক্ষতার কথা উলে-খ আছে এবং ডানপার্শ্বে রয়েছে ক্রমান্বয়ে ১ হতে ৭ নম্বর প্রদানের ঘর। পর্যবেক্ষক তাঁর বিচার অনুসারে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ১ হতে ৭ পর্যন্ত যে কোন নম্বর প্রদান করবেন।

ছক- ২: আত্মমূল্যায়ন কাজে ব্যবহারোপযোগী লিকার্ট স্কেল

১.	মনোযোগ আকর্ষণের দক্ষতা (পাঠ শুরু করা)	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২.	ব্যাখ্যা, বর্ণনা, ধারা বর্ণনা এবং নির্দেশনা প্রদানের দক্ষতা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩.	প্রশ্ন অভিযোজন করা এবং জিজ্ঞাসা করার দক্ষতা(উপস্থাপন)	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার অসুবিধা শনাক্তকরণের দক্ষতা (শোনা)	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫.	শিক্ষার্থীর উপযুক্ত উত্তর আহবানের দক্ষতা (শিক্ষার্থীর বলবৃদ্ধিকরণ ও অংশগ্রহণ)	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬.	স্বরহীন অভিব্যক্তি ব্যবহারের দক্ষতা, যথা- অঙ্গভঙ্গি এবং মুখভঙ্গি প্রকাশ (শিক্ষণের প্রাণবন্ড় পরিবেশ)	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	পাঠ-পরিকল্পনা ও গঠনের দক্ষতা এবং শ্রেণিকক্ষে তার সফল অনুসরণ (পাঠ পরিকল্পনা)	১	২	৩	৪	৫	৬	৭

প্রশিক্ষকের সহায়তায় প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষক হিসেবে আপনি পাঠদান অনুশীলন কাজে ব্যবহারের জন্য উপযোগী লিকার্ট স্কেল তৈরি করুন।

জেনে রাখুন যে ছক- ২ এর নমুনা স্কেলটি পর্যবেক্ষক বা প্রশিক্ষণার্থী উভয়েই ব্যবহার করতে পারেন।

এবার আপনি তালিকা ৪-১ (এই ইউনিটের প্রথম অধিবেশনে সংযুক্ত আছে) এর যে কোন দুইটি কৌশলের উপযোগী ৫ বা ৭ পয়েন্টের দুই একটি নমুনা বক্তব্য তৈরি করুন।

দলগত কাজ

এবারে আপনার জন্য একটি কাজ চিহ্নিত করা হল। এই কাজটি আপনি স্টাডি সেন্টারের সাথে মিলে একসাথে করবেন। টিউটোরিয়াল সেশনের পূর্বে টিউটরকে অনুরোধ করুন তিনি এই কাজটির নেতৃত্ব দেবেন।

পর্ব- ঙঃ সংশোধিত/পরিমার্জিত লিকার্ট স্কেল প্রণয়ন [এই অংশটি স্টাডি সেন্টারে পরিচালিত হবে]

প্রত্যেক সারি হতে একজন প্রশিক্ষণার্থীকে বলুন তার প্রণয়নকৃত কৌশল/প্রশ্ন/মন্ড়ব্য পড়ে শোনাতে।

প্রণীত কৌশলটির গুণগত মান সম্পর্কে অন্যদের মতামত দিতে বলবেন।

এই সময়ে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী প্রয়োজনবোধে নিজের প্রস্তুতকৃত ছক সংশোধন করতে পারেন।

বাড়ীর কাজ

- পাঠদান অনুশীলন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিজস্ব মতামত লিখুন আপনার বাড়ীর খাতায়।
- এই প্রশ্নটির একটি লিখিত উত্তর প্রস্তুত করুন– বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের বিরাজমান বাস্ড়বতার পরিপ্রেক্ষিতে আত্ম-মূল্যায়নের পাঁচ পয়েন্টের লিকার্ট স্কেলে কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত?

পরবর্তী টিউটোরিয়াল সেশনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজ

- প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, আপনারা প্রত্যেকে একটি আত্ম-মূল্যায়ন ও একটি পর্যবেক্ষণ ছক বাড়ি থেকে প্রস্তুত করে পরবর্তী টিউটোরিয়াল সেশনে নিয়ে যাবেন।

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ; ইউনিট ১ এর তৃতীয় অধিবেশনের পর্ব ক, খ ও গ আবার মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন, দেখবেন এই অধিবেশনের বিভিন্ন আলোচিত বক্তব্য বর্তমানে অধিবেশনের কাজ করতে আপনাকে সহায়তা করছে।

পর্ব- চঃ সতীর্থদের প্রদত্ত লিকার্ট স্কেল বা পর্যালোচকের ছক হতে সারাংশ প্রস্তুত করা

দলগতভাবে টিউটোরিয়াল অধিবেশনে কয়েকটি নমুনা পূরণকৃত ছক তৈরি করে সেগুলোতে প্রদত্ত মতামতের সাহায্যে পাঠদান অনুশীলন পর্যালোচনার সমস্যা ও সফলতার একটি তালিকা তৈরি করুন।

ইউনিট- ৪ **অধিবেশন- ৩**

প্রশিক্ষকের সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের বিবরণধর্মী ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

ভূমিকা

এই অধিবেশনে অনুশীক্ষণ পাঠদান প্রদর্শন ও ফলাবর্তনের কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা থাকছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- অনুশিক্ষণ পাঠদান প্রদর্শনী ও ফলাবর্তন করতে পারবেন।
- প্রতিফলন ডায়রীর উপর ফলাবর্তন অনুশীলন করতে পারবেন।
- ফলাবর্তন কাঠামোর ব্যবহার ও কৌশল প্রদর্শন করতে পারবেন।
- শিক্ষকের ব্যক্তিগত ও পেশাগত উন্নয়ন তরান্বিত করার জন্য পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য/উদ্দেশ্যের পর্যালোচনা ও পুনর্বিন্যাসকরণ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ জন হেরন পদ্ধতির ফলাবর্তন কৌশল সম্বন্ধে সম্যক ধারণা গ্রহণ

অনুশীক্ষণ পাঠদান প্রদর্শন ও ফলাবর্তন

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ আপনারা, বর্তমান ইউনিটের অধিবেশন- ১ এর মূল আলোচনা অংশে ''পাঠদান অনুশীলন পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা'' সম্পর্কে জেনেছেন এবং একই অধিবেশনে আপনাদের জানানো হয়েছে যে, প্রশিক্ষণার্থীর সদ্য সমাপ্ত শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম প্রধানত দুইভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভব: পর্যবেক্ষকদের অভিমত সংগ্রহ করে এবং সতীর্থ প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের মন্ড়ব্য সংগ্রহ করে। আরো একটি কৌশল হল শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যায়ন ছক প্রয়োগ করে।

কাজেই বিএড প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে আপনাকে প্রতিনিয়ত বা নিয়মিতভাবে পাঠদান অনুশীলন (TP-1) এর উপর বিশেষজ্ঞদের মতামত, ফলাবর্তন এবং পর্যালোচনা সংগ্রহ করতে হবে। আপনাকে লিখিত রেকর্ড রাখতে হবে TP- 1 কালীন সময়ে আপনার শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রম কোন পর্যায়ের ছিল এবং TP- 2 এর জন্য কতখানি উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

এর সাথে আরো একটা কৌশল যোগ করবেন আপনি এবং তা হলো স্ব-মূল্যায়ন।

এরই ধারাবাহিকতায় আপনি এখন জেনে নিন, শ্রেণিকক্ষে প্রথমবারের পাঠদান অনুশীলন এর মান সম্পর্কে তথ্য পেতে হলে তিন ধরনের কৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব:

- স্বমূল্যায়ন (Self Assessment)
- সতীর্থ ফলাবর্তন (Peer Feedback)
- পর্যবেক্ষকের মতামত (Evaluator's Opinion)

জন হেরন পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশল পিএস-১০০ ইউনিট-২ এর ফলাবর্তন অধিবেশনে আলোচিত হয়েছে। প্রয়োজনবোধে আপনি অধিবেশনটি আবার পড়তে পারেন।

কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করেন শ্রেণিকক্ষ পাঠদানের ব্যাপারে ফলাবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কী? তখন আপনার উত্তর কি হবে? পাঁচ মিনিট চিন্তা করুন তারপর আপনার বাড়ীর কাজের খাতায় লিখুন।

পর্ব- খ: একটি অনুশিক্ষণ পাঠ প্রদর্শনের পর ফলাবর্তনের কাঠামো প্রয়োগ

জন হেরন ফিডব্যাক কৌশল

যেহেতু আপনারা পূর্বেই ফলাবর্তন সম্পর্কে জেনেছেন আপনার বাড়ীর কাজের খাতায় নিচের প্রশ্নটির উত্তর লিখুন। উত্তর লেখার পর পার্শ্বের সম্ভাব্য উত্তরটির সাথে মিলিয়ে নিন।

ফিডব্যাক বা ফলাবর্তন কী?

সম্ভাব্য উত্তর :
একটি সম্পাদিত কাজের সম্পাদন প্রক্রিয়া এবং সম্পাদনের ফলাফল সম্পর্কে অন্যের মন্তব্য যা কাজ সম্পাদনকারীকে পরবর্তী সময়ে কাজ সম্পাদনের মান উন্নয়নে

এবার আসুন আমরা পাঠের পরবর্তী অংশে যাই—

শিক্ষাদান কাজে ফলাবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

যে কোন প্রশিক্ষণার্থীর পাঠ উপস্থাপনে কিছু না কিছু সমস্যা থাকতে পারে। এ সকল সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠার জন্য পর্যবেক্ষকের সুচিন্তিত মতামত প্রয়োজন। উক্ত মতামতের উপর ভিত্তি করে উপস্থাপনকারী শ্রেণিকক্ষে যাবতীয় কার্যাবলীর উন্নয়ন এবং তার নিজের পাঠদান উন্নয়ন করার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন। শিক্ষক তার নিজের ভুলভ্রান্তি নিজে সাধারণত বুঝতে পারেন না। তাই ফলাবর্তন একজন নতুন শিক্ষকের কার্যক্রম উন্নয়নে অত্যন্ত প্রয়োজন।

ফলাবর্তনের নিয়মাবলি

উত্তম ফলাবর্তনের জন্য আপনার পর্যবেক্ষক যে সমস্ড় কৌশল অনুসরণ করবেন তার একটি নমুনা তালিকা (আগে থেকে তৈরি করে) খাতায় চার্ট আকারে উপস্থাপন করুন। কৌশলগুলো পরবর্তী টিউটোরিয়াল সেশনে আপনার সতীর্থদের পড়ে শোনাবেন, সময় থাকলে একে অন্যের কাজের তুলনামূলক আলোচনা করবেন। সে সময় কোনটি বুঝতে অসুবিধা হলে আলোচনার মাধ্যমে ধারণাটি পরিস্কার করে নিবেন।

ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশল

ফলাবর্তন কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন রকম কৌশল অবলম্বন করতে হবে আপনাদের। কারো কাজের ফলাবর্তন করতে হলে লক্ষ্য রাখতে হবে ফলাবর্তন যেন গঠনমূলক হয়। গঠনমূলক ফলাবর্তনে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে তা নির্ধারণ করার জন্য পরবর্তী টিউটোরিয়াল সেশনে আপনারা দলগত কাজ করতে পারেন। প্রত্যেক দলকে পোষ্টার পেপার, পোষ্টার লেখার কলম সহকারে স্টাডি সেন্টারে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে এ কাজের জন্য। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে গঠনমূলক ফলাবর্তনে কী কী করণীয় তার একটি করে তালিকা প্রত্যেক দল তৈরি করবে এবং দলের পক্ষ থেকে একজন সেশনের মধ্যে তা উপস্থাপন করবেন।

ফলাবর্তন কাঠামো

ফলাবর্তনে তাৎক্ষণিকভাবে করণীয় নির্ধারণ না করে আগে ভাগে একটি কাঠামো ঠিক করে রাখলে ফলাবর্তন তৈরি করতে সুবিধা হবে। এক্ষেত্রে ফলাবর্তন প্রদানকারীর উচিত একটি কাঠামো তৈরি করে রাখা যে কাঠামোর মধ্যে থেকে তিনি প্রশিক্ষণার্থীর ফলাবর্তন করতে পারেন। নিচে ছক ৪-১ এ চার পদক্ষেপ বিশিষ্ট একটি নমুনা ফলাবর্তন কাঠামো দেওয়া হলো:

ছক ৪- ১: নমুনা ফলাবর্তন কাঠামো

পদক্ষেপসমূহ			
প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ
প্রশিক্ষণার্থী তার নিজের সফল দিকগুলো শনাক্ত করবেন। যদি কোন আনুষ্ঠানিক ফলাবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তাহলে উক্ত পয়েন্টগুলো আনুষ্ঠানিক ফলাবর্তনের পূর্বে প্রশিক্ষণার্থী নিজে প্রাক-ফলাবর্তনের ব্যবস্থা নিয়ে ঐ সকল কৌশল ব্যবহার করে নিজের মূল্যায়ন করে নিতে পারেন।	ফলাবর্তনে ইতোমধ্যে নির্ধারিত দিকগুলোর উপর প্রশিক্ষক জোর দিতে পারেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কিছু দিকও যোগ করতে পারেন।	প্রশিক্ষণার্থীর যে সকল দিকের উন্নয়ন প্রয়োজন সেগুলো শনাক্ত করে দেবেন প্রশিক্ষক।	প্রশিক্ষক ঐ নির্ধারিত ক্ষেত্রগুলোর উপর অধিক হারে জোর দেবেন। প্রয়োজনে অন্য যে দিকগুলোর উন্নয়ন দরকার সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন।

ছক ৪- ১ পর্যবেক্ষণ করার পর আপনি শিক্ষণ দক্ষতা 'চক-বোর্ড ব্যবহার' কে কেন্দ্র করে যে কোন বিষয়ের উপর ৮ মিনিট পাঠদানের সিমুলেশন অধিবেশন কল্পনা করে আলগা কাগজে লিখুন। এবার একটি কাল্পনিক বর্ণনা তৈরি করুন, অর্থাৎ পাঠদানকালে যে সমস্ত সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত হতে পারেন তার একটি বর্ণনা তৈরি করুন। তারপর ছক ৪-১ অনুসারে আপনার রচিত পাঠ পরিকল্পনাটির মূল্যায়ন করুন।

এবার পরবর্তী পর্বে ''জন হেরনের ফলাবর্তন মডেল'' পাঠ্যাংশটি পড়ুন।

পর্ব- গঃ জন হেরন ফলাবর্তন পদ্ধতির গঠনমূলক সমালোচনা কৌশল-এর ব্যবহার

জন হেরনের ফলাবর্তন মডেল

জন হেরন

জন হেরন সারে বিশ্ববিদ্যালয় (Surrey University) এর Human Potential Research Project এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন এবং ২০০০ সাল হতে নিউজিল্যান্ড এর South Pacific Centre for Human Inquiry এর পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন।

পাঠদান অনুশীলন কার্যক্রমে তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি খুবই কার্যকর। এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ পাঠদান অনুশীলনের সময় স্কুলের বিষয় শিক্ষক (সহযোগী শিক্ষক), অথবা কলেজের গাইড শিক্ষকের সামনে পাঠদান করে তার পাঠদানের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ লাভ করেন। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ পাঠদানের পূর্বে, পাঠদানের সময় এবং পাঠদানের পর পর্যবেক্ষকের কাছ থেকে ফলাবর্তন পেয়ে থাকেন।

পাঠদানের পূর্বে ফলাবর্তন

১. প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক এবং পর্যবেক্ষক একত্রে বসে ফলাবর্তনের শর্ত (পাঠদানের দক্ষতা) ঠিক করেন।

২. নির্বাচিত শর্তগুলো অবশ্যই পাঠদানের বিশেষ দক্ষতা বা যোগ্যতা পর্যবেক্ষণে মূল্যায়ন করা হবে।

পাঠদানের সময় ফলাবর্তন

১. প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের অংশ বিশেষ অথবা পুরো পাঠ শেষ করার মধ্যে পর্যবেক্ষক তার পাঠের ভুল-ত্রুটিগুলো শনাক্ত করে নোট বুকে নোট রাখেন। এমনকি পাঠের দুর্বল দিক এবং সবল দিক সম্পর্কেও তিনি নোট রাখেন।

পাঠদানের পর ফলাবর্তন

১. প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক এবং পর্যবেক্ষক একত্রে বসেন এবং নিচের ক্রম অনুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত শর্ত অনুসারে পর্যবেক্ষক তার ফলাবর্তন পেশ করেন। তিনি পাঠে কোথায় কোথায় ভুল ছিল তা প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে অতি গঠনমূলকভাবে তুলে ধরেন।

২. একই সময়ে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক তার নিজের প্রস্তুতকৃত আত্ম-মূল্যায়ন দ্বারা তার পাঠের সবল ও দুর্বল দিক পর্যবেক্ষকের

কাছে তুলে ধরেন।

৩. পরিদর্শক-পর্যবেক্ষক প্রশিক্ষণার্থীকে ইতিবাচক ফলাবর্তন দেন এবং প্রশিক্ষণার্থীর পাঠের কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন করতে হবে তা বলে দেন।

প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক সে উপদেশ পরবর্তী পর্যায়ে পালনে সম্মত হন।

ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষককে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হয়

আপনি প্রশিক্ষণার্থী- শিক্ষক হিসেবে সচেতন থাকবেন যেন প্রশিক্ষক আপনাকে ধনাত্মক মনোভাব সহকারে গ্রহণ করেন।

- প্রশিক্ষণার্থীর দুর্বলতাগুলোর উপর গুরুত্ব না দিয়ে তার সবল দিকগুলো উপস্থাপন করে তার প্রশংসা করা।
- দুর্বল দিকগুলো আস্তে আস্তে নিরুৎসাহিত করা।
- শিক্ষকের মন্তব্য হবে সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও বোধগম্য।
- প্রশিক্ষণার্থীকে এমনভাবে ফিডব্যাক দিতে হবে যাতে প্রশিক্ষণার্থীর প্রেষণা, আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং যার ফলে ভুল সম্পর্কে তার উপলব্ধি জন্মে এবং সে তা শুধরে নিতে পারে।
- প্রশিক্ষণার্থীকে সরাসরি আঘাত দিয়ে ফিডব্যাক দেওয়া যাবে না।
- প্রশিক্ষকের মন্ড়ব্যগুলো প্রশিক্ষণার্থীর খাতায় বা উত্তরপত্রে লেখা হলে প্রশিক্ষণার্থী সহজেই তা দেখতে পাবে এবং শিখন প্রক্রিয়ায় সে নিজেকে সেভাবে পরিচালিত করতে পারবে।
- সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ফিডব্যাক প্রদানের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে পৃথক পৃথক ভাবে তাদের কাজ নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং পরামর্শ দিতে হবে।
- কখনই কম পারিদর্শিতার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যক্তিত্বে আঘাত দিয়ে কোন মন্তব্য করা যাবে না।

আপনি আজ প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে শিখছেন, ভবিষ্যতে একদিন আবার আপনিই প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারেন। জেনে নিন, একজন প্রশিক্ষককে ফিডব্যাক প্রদানকারী হিসেবে কিরূপ যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়।

ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষককে নিম্নরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে–

১.	বিষয়বস্তু যোগ্যতা
২.	পদ্ধতিগত যোগ্যতা
৩.	যোগাযোগ দক্ষতা
৪.	ব্যবস্থাপনা যোগ্যতা
৫.	মূল্যায়ন যোগ্যতা
৬.	সামাজিক যোগ্যতা
৭.	নৈতিক যোগ্যতা

- প্রশিক্ষক সংক্ষিপ্ত আকারে প্রস্তুতকৃত ওএইচটি (OHT) প্রদর্শনপূর্বক ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিবেন।
- প্রশিক্ষক টি.পি. ১ এর একজন প্রশিক্ষণার্থীর একটি প্রতিফলন ডায়রী বেছে নিয়ে অন্য একজন প্রশিক্ষণার্থীকে এর গঠনমূলক সমালোচনা সকলের সামনে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- প্রশিক্ষক গঠনমূলক সমালোচনার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো সংশোধন করে দিবেন।
- প্রশিক্ষক সকল প্রশিক্ষণার্থীকে জোড়ায় জোড়ায় তাদের নিজেদের লিখিত প্রতিফলন ডায়রীর উপর গঠনমূলক সমালোচনার অনুশীলন করতে বলবেন। প্রশিক্ষক এই পর্বের উপর সার সংক্ষেপ দেবেন।

পর্ব- ঘঃ নেতিবাচক ফলাবর্তন অনুশীলন ও তার প্রভাব গঠনমূলক সমালোচনা

গঠনমূলক সমালোচনা সমালোচিত ব্যক্তিকে ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়তা করে। গঠনমূলক সমালোচনা করার জন্য সমালোচকের পূর্ব প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। এ জন্য প্রয়োজন–

ক. সমালোচনার জন্য একটি কর্মপত্র।
খ. সমালোচিত ব্যক্তির প্রতি সমালোচকের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।
গ. সমালোচিত ব্যক্তিকে সমালোচকের মন্তব্যের জবাব প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত সময়।
ঘ. বাড়তি কথা বলা অথবা বিরক্তি প্রকাশ করে সমালোচিত ব্যক্তির মনে হতাশা তৈরি না করা।

কৌশলঃ ফলাবর্তনের গঠনমূলক কৌশল

ক) প্রথমেই ফলাবর্তনে ব্যবহৃত কাঠামোটি তৈরি করে নিতে হবে। প্রয়োজনে খুঁটিনাটি পরিবর্তন করা যেতে পারে।

খ) ফলাবর্তনের শুরুতে প্রশিক্ষণার্থীর ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করা বা ফলাবর্তন দেয়া উচিত নয়। এটি পরিহার করতে হবে। প্রশিক্ষণার্থী যদি আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিয়ে থাকে তাহলে এ পদ্ধতিতে তার ফলাবর্তন প্রদানে অগ্রসর হওয়া কঠিন হবে। এক্ষেত্রে প্রশংসামূলক ফলাবর্তন প্রদান করা হলেও ব্যক্তি এগুলোকে নেতিবাচক ফলাবর্তনের সাথে মিশিয়ে ফেলবে এবং নিজেকে অপরাধী মনে করবে।

গ) সবসময় দুর্বল দিকগুলোর জন্য উৎসাহব্যঞ্জক অথচ গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করা দরকার। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে শ্রেণিকক্ষেও শিক্ষক শিক্ষার্থীর সবল দিকগুলো ধনাত্মকভাবে প্রদর্শন করতে পারেন না।

ঘ) উপরে বর্ণিত কৌশলগুলোর উপর ভিত্তি করে নির্মিত কাঠামোর আওতায় ফলাবর্তন প্রদান করা যেতে পারে। আবার ভালমন্দ উভয় দিক দিয়ে পাশাপাশি ফলাবর্তনও দেয়া যেতে পারে।

সমালোচক (কিংবা বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক) কখনো নিচের কাজগুলো করবেন নাঃ

- শিক্ষার্থীকে প্রকাশ্যে হেয় প্রতিপন্ন করা।
- শিক্ষার্থীকে বা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অসংলগ্ন, অসংগত মন্তব্য।
- পারস্পরিক মতামত বা আলোচনার সুযোগ না থাকা।
- শিক্ষার্থীকে বা শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের আগ্রহহীনতা।
- অনির্ধারিত ও অস্পষ্ট ফলাবর্তন।
- অতিবিলম্বে অসম্পূর্ণ ফলাবর্তন।

এবং মনে রাখবেন যে শিক্ষার্থী প্রেষণাপ্রাপ্ত হয় যখন তারা–

- তাদের কাছে শিক্ষকের কি প্রত্যাশা তা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে।
- শ্রেণি/বিষয় শিক্ষক দ্বারা বাস্তবে এবং ভাল ফলাফলের দিকে নির্দেশিত হয়।
- তাদের কর্ম প্রচেষ্টার স্বীকৃতি পায়।
- অন্যদের দ্বারা নিজের ভূমিকার/কাজের স্বীকৃতি পায়।
- মুক্তভাবে মতামত ও মেধা প্রকাশের স্বাধীনতা পায়।
- উন্নয়নে সহায়ক ও সৃজনশীল হওয়ার জন্য অনুকূল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়।

- প্রশিক্ষক পূর্ব থেকেই একজন প্রশিক্ষণার্থীকে ফলাবর্তনের নেতিবাচক দিকগুলো গোপনে বুঝিয়ে তা ভূমিকাভিনয়ের জন্য প্রস্তুত রাখবেন। প্রশিক্ষক এখন টিপি- ১ চলাকালীন প্রস্তুতকৃত একটি ডায়রি বা 'প্রতিফলন সাময়িকী' একজন প্রশিক্ষণার্থীকে সকলের সামনে উপস্থাপন করতে বলবেন। তারপর বাছাইকৃত কিছু প্রশিক্ষণার্থীকে এর কয়েকটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে নেতিবাচক ফলাবর্তন দিতে বলবেন।

- প্রশিক্ষক এখন ডায়রী বা 'প্রতিফলন সাময়িকী' পাঠ করা প্রশিক্ষণার্থীর নিজস্ব প্রতিক্রিয়া জানতে চাইবেন। দৈবচয়ন কৌশলে পূর্বে বাছাইকৃত দু'তিন জনের প্রতিক্রিয়া জানা যেতে পারে।
- প্রশিক্ষক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় কর্মপত্র-৪ এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোকপাত করে নেতিবাচক ফলাবর্তনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার ফল ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন এবং সবশেষে জানাবেন যেন নেতিবাচক ফলাবর্তনেও প্রশিক্ষণার্থী গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারে।

পর্ব- ঙঃ TP-2 এর জন্য পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য পুনর্বিন্যাস

- প্রশিক্ষক কর্মপত্র ৩ ও ৪ এর আলোকে প্রশিক্ষণার্থীগণকে তাদের দুর্বলতা শনাক্ত করতে বলবেন এবং এই দুর্বলতাগুলোকে কাটিয়ে ওঠার জন্য লক্ষ্য, উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে বলবেন।
- প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যক্তিগত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য নিয়ে মুক্তভাবে পর্যালোচনা করবেন।
- প্রশিক্ষক সবশেষে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় জন হেরন ফিডব্যাকের অন্যান্য বিষয় (কর্মপত্র-২) আলোচনা করে সার্বিক অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করবেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের মূল শিখনীয় বিষয়

- এই অধিবেশনের বিভিন্ন পর্বে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু হতে প্রশিক্ষণার্থীগণ জন হেরন ফিডব্যাক পদ্ধতির কলা-কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান ও তার প্রয়োগ দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হবেন।
- আত্ম বিশে-ষণ শিক্ষকের শিক্ষণের দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকরী কৌশল। ইতিবাচক ও গঠনমূলক ফলাবর্তন শিক্ষককে শক্তি, উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়। নেতিবাচক ফলাবর্তনে ব্যক্তি মানুষ হতাশ ও নিরুৎসাহিত হয়। জন হেরন ফিডব্যাক পদ্ধতি কৌশলে প্রয়োগে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ পারদর্শিতা অর্জন করতে পারলে তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে সঠিক মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়ক হবে এটাই কাম্য।
- এই পাঠ থেকে প্রশিক্ষণার্থীগণ পরবর্তী টি.পি-২ এ তাদের শিক্ষণে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য লক্ষ্য/উদ্দেশ্য নিরূপণ করতে সক্ষম হবেন।

নির্দেশিত কাজ

- প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ বিরতির সময় দলগতভাবে পরবর্তী সেশনে জন হেরন ফিডব্যাক পদ্ধতির কৌশল ব্যবহারের আরো অনুশীলনের জন্য প্রস্তুতি নিবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ পর্ব- ক

- কর্মপত্র- ১ সংশ্লিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য
- ফলাবর্তনের সাথে সংশি- ষ্টতা: প্রশিক্ষণার্থী ও সতীর্থ প্রশিক্ষণার্থী, সহযোগী শিক্ষক, পি.এস শিক্ষক, বিষয়: (ক) প্রশিক্ষক, বিষয়: (খ) প্রশিক্ষক, শিক্ষণ অনুশীলনে উপস্থিত শিক্ষার্থী, পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত সকল শিক্ষকমন্ডলী।
- রেকর্ড: ফলাবর্তনের উদ্দেশ্যে তৈরিকৃত ব্যক্তিগত ছক, প্রশিক্ষণার্থীর দিনপঞ্জি, প্রতিফলন সাময়িকী, প্রশিক্ষক পর্যবেক্ষণ মন্তব্য, পাঠদান অনুশীলন রিপোর্ট।

সম্ভাব্য উত্তরঃ পর্ব- খ

- প্রশিক্ষক তাঁর উদ্ভাবিত ছক অনুযায়ী ফলাবর্তন কাঠামোর ব্যবহার করে দেখাবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ পর্ব- গ

- প্রশিক্ষক নিজস্ব কলা-কৌশল দ্বারা এর সফলতা আনবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ পর্ব- ঘ

- প্রশিক্ষক আন্তরিকতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে অভিনয়ের পরিবেশ তৈরি করে উভয় প্রশিক্ষণার্থীর ভূমিকাভিনয় সার্থকভাবে উপস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি করবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ পর্ব- ঙ

- সুনির্ধারিত কোন উত্তর নাই। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের লিখিত ব্যক্তিগত লক্ষ্য, উদ্দেশ্যের যথার্থতা বিবেচনা করবেন।

ইউনিট- ৪ **অধিবেশন- ৪**

পেশাগত মনোভাব

ভূমিকা

শিক্ষক হিসেবে সফলভাবে কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীর ভক্তি-শ্রদ্ধা পাওয়ার জন্য আপনাদের সকলকে সমাজ কাঙ্ক্ষিত পেশাগত মনোভাবসমূহ নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে।

ছয়টি পর্বে ভাগ করে এই অধিবেশনের পাঠ্যবস্তু উপস্থাপন করা হচ্ছে। স্বভাবতই এতে আপনাদের জন্য কিছু কাজও থাকবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষক হিসেবে পেশাগত মনোভাব উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যকর কৌশল শনাক্ত করতে পারবেন;
- পাঠদান অনুশীলনকালে ''নিজস্ব পেশাগত মনোভাব'' উন্নয়নের কৌশলসমূহ সার্থকভাবে ব্যবহার করতে শিখবেন;
- সহকর্মীদের সাথে কর্মশালা সংগঠনপূর্বক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কৌশলের প্রয়োগ করাপূর্বক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ধনাত্মক শিখনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

পর্ব- কঃ পেশাগত মনোভাবঃ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক পাঠ্য বিষয়বস্তু পাঠ ও হাতে-কলমে কাজ

পেশাগত মনোভাব

ইতোমধ্যে আপনারা সকলেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন শিক্ষকতা পেশা একটি অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ অথচ জটিল কাজ। আপনার জানেন, শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আমাদের আপনাদের সকলকে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করতে হয় তা হচ্ছে–

- শ্রেণিকক্ষে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সমাজ, পরিবার ও দেশের (ভবিষ্যৎ) উপযুক্ত সদস্য এবং নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
- শিক্ষার্থীর মধ্যে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় মূল্যবোধসমূহের প্রতিফলন ঘটানো।
- বিশ্বায়নের এই যুগে যেন শিক্ষার্থীর মধ্যে যুগোপযোগী জ্ঞান, আবেগিক দিক ও মনোপেশীজ দক্ষতাগুলো সঞ্চালিত হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষক হিসেবে আপনাকে তাই পাঠদান অনুশীলন পর্বের জন্য যথাযোগ্য পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। এ সময় প্রতিদিন আপনাকে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দিতে হবে–

- শ্রেণির মৌলিক ও ভৌতিক অবস্থা এমন হবে যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষ পরিবেশের মধ্যে একটি বন্ধুভাবাপন্ন পরিবেশ খুঁজে পায়।
- বি এড প্রোগ্রামের প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে মডিউলে পাঠদান অনুশীলন (TP-1) শুর" করার পূর্বে জেনে নিতে হবে বিদ্যালয়ে পাঠদান-পাঠগ্রহণ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আপনি কি ধরনের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।
- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক হিসেবে আপনাকে শ্রেণিকক্ষে পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে এবং সাথে সাথে বিশ্বাস করতে হবে শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী বৌদ্ধিক, সামাজিক ইত্যাদি দিক হতে অন্য সকল শিক্ষার্থী হতে ভিন্ন। শিক্ষার্থীর ভিতর যে সম্ভাবনা রয়েছে তার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করার দক্ষতা থাকতে হবে আপনার মধ্যে।
- সকল শিক্ষার্থীর সমান অংশগ্রহণ আহবান করার মত বন্ধুভাবাপন্ন, নেতাসুলভ এবং খোলামেলা আচরণ প্রকাশিত হবে একজন শ্রেণিকক্ষ শিক্ষক হিসেবে আপনার প্রাত্যহিক আচরণে।
- এসব মিলে একজন প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষক হিসেবে আপনাকে তাই পাঠদান অনুশীলন পর্বে যাওয়ার পূর্বেই জানতে হবে শ্রেণিকক্ষে কোন পরিস্থিতিতে বা পর্বে কি ধরনের আচরণ করবেন, কোন পরিস্থিতি কিভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন।

গাঠনিক মূল্যায়নের প্রশ্ন

এতক্ষণের প্রস্তুতি সম্বন্ধীয় আলোচনার পর আপনার সামনে একটি প্রশ্ন তুলে ধরা হচ্ছে; শ্রেণি এবং বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে আপনার বাড়ীর খাতায় এর উত্তর লিখুন—

- সপ্তম এবং নবম শ্রেণির জ্যামিতি ক্লাশে শিক্ষার্থীদের প্রতি আপনার নেতাসুলভ আচরণ কি এক রকম হবে?
- ভিন্ন হলে কোন কোন দিকে ভিন্নতা থাকবে?

পরবর্তী টিউটোরিয়াল অধিবেশনের পূর্বে পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে আপনি অন্য দুই একজন প্রশিক্ষণার্থীর তৈরি করা উত্তরের সাথে আপনারটি মিলিয়ে দেখবেন।

পেশাগত মনোভাবের বিশেষ দিকসমূহ সম্বন্ধে আপনাদের কিছু ইঙ্গিত প্রদান করা হচ্ছে এবার–

শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজনীয় পেশাগত মনোভাবসমূহ গঠন করার জন্য একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক হিসেবে আপনাকে নিম্নোক্ত আটটি দিকের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে:

ছক ৪- ২: গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত মনোভাবসমূহ

ক্রমিক নং	গুণ/বৈশিষ্ট্য	শ্রেণীকক্ষ বহি:প্রকাশ	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য মন্তব্য
১.	**নেতৃত্ব প্রদান**	(নেতৃত্ব দেবেন, সংগঠন করবেন, নির্দেশাবলি প্রদান করবেন, শিক্ষার্থীর অর্পিত কাজ নির্ধারণ করবেন, শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখতে সক্ষম হবেন, শ্রেণিকক্ষ সেশনসমূহ সম্বন্ধে সময়োপযোগী পরিকল্পনা করবেন)।	আপনি যদি প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার পর এরকম একজন শিক্ষক হন তবে আপনার সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর মন্তব্য কিরূপ হবে? "এই শিক্ষক বিষয়বস্তু স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন"।
২.	**সাহায্যকারী/বন্ধু ভাবাপন্ন**	(সাহায্য করেন, দেখিয়ে দেন, ব্যবহারে সহনশীলতা থাকে, শিক্ষার্থীদের মনের অবস্থা জানতে পারেন, সময় ও প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সাথে খোলামেলা আলোচনায় যোগ দেন)	এরকম শিক্ষক সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মন্তব্য হবে "এই শিক্ষক বন্ধুভাবাপন্ন"।
৩.	**সমঝোতাপূর্ণ**	(এ ধরনের শিক্ষক মনোযোগ সহকারে শিক্ষার্থীর বক্তব্য শোনেন, শিক্ষার্থীর ক্ষমা প্রার্থনা গ্রহণ করেন, ধৈর্য্যশীল হন এবং শিক্ষার্থীর প্রতি খোলামেলা ভাব প্রদর্শন করেন)।	এই শিক্ষক সম্পর্কে শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য মন্তব্য "আমরা এই শিক্ষকের সাথে সর্বদা একমত না হলেও তাঁর সাথে খোলাখুলিভাবে তা বলতে পারি"।
৪.	**শিক্ষার্থীর দায়িত্ব গ্রহণ/স্বাধীনতা প্রদান**	(শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা প্রদান করেন, মতামত বিনিময় করেন)।	শিক্ষার্থীর মন্তব্য "আমরা এই শিক্ষককে প্রয়োজনবোধে আমাদের মতের স্বপক্ষে আনতে পারি"।
৫.	**অনিশ্চয়তা**	(অত্যন্ত খোলা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, নিজের ভুলের জন্য বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন, প্রতি পদক্ষেপে দ্বিধাগ্রস্থ, অনিশ্চিত)।	এ ধরনের শিক্ষক সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মন্তব্য "এই শিক্ষককে আমরা খুব সহজে বোকা বানাতে পারি"।

৬.	**অসহিষ্ণু**	(মুখ গোমড়া ভাব প্রকাশ করা, হতাশাগ্রস্থ মুখভঙ্গি করা, সমালোচনা করা, প্রশ্ন করা)।	শিক্ষার্থীর মন্ড়ব্য "এই শিক্ষক মনে করেন আমরা কিছুই জানি না"।
৭.	**শাসক**	(অল্পই রাগান্বিত হওয়া, অসন্তোষ প্রকাশ করা, বাধা দেওয়া, শাস্তি প্রদান করা, কঠোর মুখভঙ্গি করা)।	শিক্ষার্থীর মন্তব্য "এই শিক্ষকের ধৈর্য্য নেই"।
৮.	**কঠোর**	(শ্রেণিকক্ষে কঠিন শাসন বজায় রাখেন, কঠোরভাবাপন্ন, শ্রেণিকক্ষে নীরবতা নিশ্চিত করেন, নিয়মনীতি কঠোরভাবে মেনে চলেন, অনমনীয়)।	শিক্ষার্থীর মন্তব্য " আমরা এই শিক্ষককে ভয় পাই"।

উলে- খ্য, শিক্ষকের পেশাগত মনোভাবের এই রূপরেখাটি ১৯৯৩ সালে উবেল্‌স, ক্রেটন, লেভি এবং হুমেয়ারস্‌ তৈরি করেছেন।

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, লক্ষ্য করুন এই আটটি বিশেষ দিকের মধ্যে প্রথম তিনটি আপনাকে উৎকর্ষতার স্ড়রে উঠতে সাহায্য করবে, সাথে সাথে পরের চারটি আপনার দুর্বলতা বলে পরিগণিত হবে এবং শেষ মনোভাবটি আপনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে প্রকাশ না করার প্রতি সচেষ্ট হবেন।

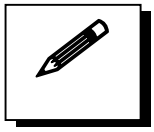

আপনি যখন শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণে যাবেন প্রয়োজনবোধে আপনার লিখিত নিজ ডায়রী বা খাতায় প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা উপরের আটটি মনোভাবের কোনটির সাথে সদৃশ হয় তা চিহ্নিত করে রাখতে পারেন। এর জন্য একটি নমুনা ছক (৪-৩) সংযুক্ত করা হল।

ছক: ৪- ৩:

দিন			পিরিয়ড			
	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম	৬ষ্ঠ
শনিবার						
রবিবার						
সোমবার						
মঙ্গলবার						
বুধবার						
বৃহস্পতিবার						

যেহেতু আপনি এ পর্যন্ড় পেশাগত মনোভাব বিষয়ে পাঠের অংশ পাঠ শেষে কিছু কাজও করেছেন সেহেতু এবার আপনি নিজস্ব বিবেচনা অনুসারে ৮টি বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব অনুসারে চিহ্নিত করতে পারবেন।

পর্ব- ক এ পেশাগত মনোভাব বিষয়ক যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে-

- নেতৃত্ব প্রদান (ধনাত্মক বৈশিষ্ট্য)
- সাহায্যকারী/বন্ধুভাবাপন্ন (ধনাত্মক বৈশিষ্ট্য)
- সমঝোতাপূর্ণ (ধনাত্মক বৈশিষ্ট্য)
- শিক্ষার্থীর দায়িত্ব গ্রহণ/স্বাধীনতা প্রদান (ধনাত্মক বৈশিষ্ট্য)
- অনিশ্চয়তা (কি ধরনের বৈশিষ্ট্য?)
- অসহিষ্ণু (কি ধরনের বৈশিষ্ট্য?)
- শাসক (কি ধরনের বৈশিষ্ট্য?)
- কঠোর (কি ধরনের বৈশিষ্ট্য?)

আপনি নিশ্চয় বুঝেছেন যে, নেতৃত্ব প্রদান, সাহায্যকারী/বন্ধুভাবাপন্ন, সমঝোতাপূর্ণ, শিক্ষার্থীর দায়িত্ব গ্রহণ, স্বাধীনতা প্রদান মনোভাবগুলো ''পাঠদান অনুশীলন" এর মাধ্যমে নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারলে আপনি পরবর্তীতে সফল শ্রেণিকক্ষ শিক্ষক হতে পারবেন। অপর চারটি বৈশিষ্ট্য শিক্ষকতা পেশার জন্য সবল দিক নয় বরং দুর্বল দিক নির্দেশ করে।

পর্ব- খঃ ধনাত্মক তিনটি পেশাগত মনোভাব আত্মীকরণ বিষয়ে মতামত গঠন

পেশাগত মনোভাব উন্নয়ন

প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষক হিসেবে আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে বিশ্বায়নের এই যুগে এখন পাঠ্যপুস্ড়ক এবং বিষয়শিক্ষক আর জ্ঞানের একক সূত্র হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নিজেই তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন মাধ্যম হতে প্রতিনিয়ত পাঠ্যবিষয়বস্তু সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছে।

যেমন, ২০০৬ সালের আগস্ট মাসে প্রচার মাধ্যমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জেনে গেছে যে প-ুটোকে আর গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হবে কিনা এ নিয়ে জোর তর্ক-বিতর্ক চলছে।

শিক্ষক তাই আজকের দিনে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সাথে অধিকতর মিথস্ক্রিয়ায় যেতে আগ্রহী হচ্ছেন। এ কারণে শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষের আন্তব্যক্তিক আচরণ বা Interpersonal গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হচ্ছে।

শিক্ষককে সমস্ত বিশেষ দিকের প্রতি লক্ষ রেখে তার প্রতিদিনকার আচরণ পরিবর্তনের প্রতি সজাগ থাকতে হচ্ছে। এজন্য আধুনিক শিক্ষা মনোবিদগণ বলছেন একজন শিক্ষকের আত্ম-মূল্যায়ন বা Self-evaluation এর গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বেড়েই যাচ্ছে। Arends (২০০১) বলেছেন "Effective teaching requires careful and reflective thought about what a teacher is doing and the effect of his or her action on students' social and academic learning", অর্থাৎ শিক্ষক কি করছেন এবং শিক্ষকের কার্যাবলি শিক্ষার্থীর সামাজিক ও একাডেমিক শিখনে কি প্রকারের প্রভাব ফেলছে তার উপর নির্ভর করে কার্যকর শিক্ষণ।

Wong Ges Wong (১৯৯৮) বলছেন, "Touch the life of a student, and you will have a student who will learn history, physical education and even science and math, clean the erasers, staple all the papers and turn wheel to please you" অর্থাৎ শিক্ষক হিসেবে আপনি আপনার শিক্ষার্থীর জীবনের স্পন্দনকে স্পর্শ করার চেষ্টা করুন। এতে করে আপনি এমন এক শিক্ষার্থীকে পাবেন যে ইতিহাস, শারীরিক শিক্ষা, বিজ্ঞান, গণিত সব শিখবে, নিজের অন্যসব কাজ করেও আপনাকে খুশি রাখবার সর্বতো প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

শিক্ষককে তাই তাঁর পেশাগত মনোভাব ক্রমাগত উন্নয়নের জন্য আত্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে শিখতে হবে।

প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক হিসেবে পেশাগত মনোভাব উন্নয়নের জন্য আপনাকে যে সব কৌশল অবলম্বন করতে হবে তার মধ্যে কয়েকটি হলো–

- শিক্ষার্থীর মতামত গ্রহণ
- সহকর্মীদের মতামত গ্রহণ
- আত্ম-মূল্যায়ন কৌশল

পরবর্তী অধিবেশনে আপনি কিভাবে সহকর্মীদের মতামত গ্রহণ করবেন সে সম্পর্কে আলোচনা থাকবে।

মনে করুন, প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে প্রথম পর্বের এ প্রথম তিনটি বৈশিষ্ট্যকে শিক্ষকতা পেশার সবলতা বলে শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণকালে নিজেও চিহ্নিত করেছেন।

[প্রসঙ্গত উলে- খ্য, কোরিয়া এবং নেদারল্যান্ড এর গবেষক, শিক্ষাবিদগণও গবেষণার মাধ্যমে একই বৈশিষ্ট্যসমূহকে ধনাত্মক বলে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। সূত্র: Self evaluation of interpersonal behaviour and classroom interaction by teacher trainers, A. Lourdusamy and SM Khine, National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore]

এ পর্বে আপনি নিজে ভাবনা-চিন্তা করে স্থির করুন "পাঠদান অনুশীলন" চলাকালীন সময়ে কোন ধরনের কৌশলের মাধ্যমে আপনি নিজের মধ্যে এই তিনটি মনোভাব আত্মীকরণ করতে সক্ষম হবেন।

[ইঙ্গিত: প্রথমটির জন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তকের কোন কবিতা পাঠদান অনুশীলনের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আপনি শ্রেণিকক্ষে কবিতা আবৃত্তি পর্বে সংগঠকের ভূমিকা অনুশীলন করতে পারবেন।

ঠিক একইরকমভাবে অন্যান্য স্কুল পাঠ্য বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনা (বা সংক্ষিপ্ত পাঠটীকা) প্রস্তুতপূর্বক পাঠদানকালে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুশীলন করা সম্ভব হবে।]

পর্ব- গঃ পেশাগত মনোভাব উন্নয়ন কাজে দলীয় কর্মশালা কৌশল প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা (এই আলোচনাটি দশ মিনিট সময়ের মধ্যে আপনারা টিউটরের নেতৃত্বে করবেন)

টিউটর এর সঙ্গে আলোচনাকালে আপনি যা মনে রাখবেন অথবা যে সমস্ত প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেতে পারে সে সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত নিচে দেওয়া হল:

- কর্মশালা আয়োজন করে তার কর্মসূচির মাধ্যমে অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী একসঙ্গে কিছু কৌশল আয়ত্ত্ব করতে পারেন। তবে কর্মশালার পরিকল্পনা সুচারুরূপে করতে হবে যেন এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। শিক্ষকতা পেশায় একজন শিক্ষকের পেশাগত মনোভাবের উৎকর্ষতার উপর নির্ভর করে তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ কত সহজে, সার্থকতার সাথে এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যসূচিতে নির্দেশিত বিষয়বস্তু আত্মীকরণ করতে পারেন।
- আধুনিক কালে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদান পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পঠন-পাঠন পদ্ধতির অনেকাংশে সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের উপর এবং শিক্ষককে জানতে হয় তিনি কিভাবে এই পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষের পাঠ সঞ্চালন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

টিউটরের তত্ত্বাবধানে আপনারা সকলে "দলীয় কর্মশালা কৌশল" প্রয়োগ করে নিজেদের পেশাগত মনোভাবের উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। নমুনা অনুশীলন হিসেবে আপনারা সে সময় যে কোন একটি ধনাত্মক বৈশিষ্ট্য বেছে নেবেন। তিনটি দলের প্রত্যেকে একটি করে বৈশিষ্ট্য বেছে নেবেন।

বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন কাজের জন্য বিদ্যালয়ের কোন শ্রেণির কোন বিষয়ের কোন বিষয়বস্তু/ধারণা উপযুক্ত হবে আপনারা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে তা ঠিক করবেন।

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, তালিকাটি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করুন এবং এগুলোর কোনটিকে পরিমার্জন করা বা নতুন কোন মনোভাব যোগ করা সম্ভব কিনা তা পর্যালোচনা করুন।

ছক ৪- ৪: বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে পেশাগত মনোভাব উন্নয়ন কাজে নমুনা লিকার্ট স্কেল

১.	আমি প্রাথমিকভাবে শ্রেণিকক্ষে নীরবতা বজায় রাখতে আগ্রহী।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২.	আমি ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীকে পৃথকভাবে বসাতে আগ্রহী।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩.	আমি ছেলে শিক্ষার্থীর চেয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীকে সহজতর প্রশ্ন করতে চাই।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	শ্রেণির দুষ্টু, শান্ত, আগ্রহী, অনাসক্ত শিক্ষার্থীকে শনাক্ত করা আমার প্রয়োজন।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫.	আমি শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬.	শিক্ষার্থীদের আলোচনা আমার পছন্দ কিন্তু আমি সময়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখি।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭

এই পর্বে আপনারা ব্যক্তিগতভাবে বা স্টাডি সেন্টারে কেন্দ্রে এক কর্মশালার মাধ্যমে দলগতভাবে পর্ব- গ এ শনাক্তকৃত বৈশিষ্ট্যটি অনুশীলনের জন্য সংক্ষিপ্ত সময়ের একটি পাঠটীকা তৈরি করবেন। প্রত্যেক দল এরপর মূল্যায়ন ছক তৈরি করে সতীর্থ দলের মধ্যে বিতরণ করবেন এবং সাথে সাথে মাইক্রোটিচিং কৌশলের মাধ্যমে দলের যে কোন সদস্য পাঠটি উপস্থাপন করবেন।

এর পরপরই টিউটরের নেতৃত্বে দলীয় কর্মশালার মাধ্যমে সম্ভাব্য আরো কয়েকটি পেশাগত মনোভাব শনাক্ত করার কাজ শুরু করবেন। পর্ব-চ এ এই কাজটি শেষ হবে।

মূল শিখনীয় বিষয়

আদিকালে গুরু জ্ঞানদান করতেন। আর অনুগত শিষ্য অবনত মস্তকে সে জ্ঞান গ্রহণ করত। গুরু ছিলেন জ্ঞানের একমাত্র উৎস এবং শিষ্য ছিল শূন্যাধার, যাকে অনেকে জগ-মগ তত্ত্ব বলেন।

আজকের দিনে এ ধারণা অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। এখন বলা হয় "শিক্ষার্থীকে শিখনের উপযোগী করে দিন, শিক্ষার্থীর সামাজিক ও একাডেমিক শিখন প্রক্রিয়া তখন অবিরত গতিতে চলতে থাকবে"।

"সমঝোতাপূর্ণ" শিক্ষক সম্বন্ধে আজকের শিক্ষার্থী বলে থাকে "আমরা এই শিক্ষকের সাথে সর্বদা একমত না হলেও তাঁর সাথে খোলাখুলিভাবে তা বলতে পারি"।
পঠনীয় বিষয় এবং বিষয়বস্তুভেদে তাই শিক্ষককে সমঝোতাপূর্ণ হতে হয়।

আজকের দিনে শিক্ষককে শুধুমাত্র বক্তৃতা পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল না হয়ে প্রদর্শন পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি, কার্য নির্ভর পদ্ধতি সহ বিভিন্ন কৌশল সফলভাবে প্রয়োগ করতে জানতে হয় শ্রেণিকক্ষে।

প্রত্যেকটি পদ্ধতি বা কৌশল সার্থকভাবে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে শেখার সর্বোৎকৃষ্ট সময় হচ্ছে "পাঠদান অনুশীলন" কাল। এ সময় নতুন নতুন কৌশল শেখার এবং তা প্রয়োগ করার প্রচুর উদ্দীপনা প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বজায় থাকে। পর্যালোচনা করে বিশ্লেষণধর্মী ও ধনাত্মক মতামত প্রদানের জন্য বিজ্ঞ সমালোচক মন্ডলী থাকেন।

সমালোচকম"লী ছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ মাইক্রোটিচিং কৌশলের মাধ্যমেও নিজের পেশাগত মনোভাব উন্নত ও কার্যকর করতে পারেন। এ কাজের জন্য বর্তমান ইউনিটের প্রথম সেশনে প্রদত্ত ছক ব্যবহার করা সম্ভব।